আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গাংনীর নওয়াপাড়ায় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো অসুস্থ গরুর মাংস, বিক্রেতার জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির দায়ে আফেজ আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পরিচালিত অভিযানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন এই দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত মাংস বিক্রেতা হলেন আফেজ আলী (৫০)। তিনি গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নওয়াপাড়া বাজারে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় আফেজ আলীকে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মাংস বিধি মোতাবেক অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযানে উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন আরিফুল ইসলাম এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়রা মাংসে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন। খোজ নিয়ে জানা গেছে, নওয়াপাড়া বাজারে মাঝে মাঝে কসাইরা এমন অসুস্থ পশু জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এ বাজারে আরও বেশি বেশি প্রশাসনের নজরদারী বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ডধারীদের বহাল রাখা, টি.ও লাইসেন্স এবং সার সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৫ সংশোধনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

এতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে জেলার ছয়টি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেন। ঘণ্টাব্যাপী চলা এ কর্মসূচিতে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি সায়েদুল আলম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি তরিকুল ইসলাম টিপু, কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি জিল্লুর রহমান, হরিণাকুন্ডু উপজেলা শাখার সভাপতি শামীম আহমেদ (চাঁন), শৈলকুপা উপজেলা শাখার সভাপতি বাবুল আক্তার, মহেশপুর শাখার সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল মিয়াসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে খুচরা সার বিক্রয়ের অনুমতি ও অনুমোদন (টি.ও লাইসেন্স) দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২৫ সালে এসে এ নীতিমালার খসড়া অনুমোদন স্থগিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালের মার্চ মাসে এ সুবিধা সম্পূর্ণ স্থগিতের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

এই নির্দেশনার ফলে খুচরা সার ব্যবসায়ী ও ডিলাররা ক্ষতির মুখে পড়ছেন। তাই ২০০৯ সালের নীতিমালা বহাল রাখার দাবি বর্তমান সরকারের কাছে জোরালোভাবে তুলে ধরেন বক্তারা।

হরিণাকুণ্ডুতে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হডিরণাকুণ্ডুতে খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখা ও টিও লাইসেন্সের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে হরিণাকুন্ডু উপজেলা মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে খুচরা সার বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়। কর্মসূচীতে সংগঠনটির সদস্য শামীম আহম্মেদ চাঁদ, নয়ন হোসেন, মনির হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের বাতিল করতে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে। এটা বাস্তবায়ন হলে দেশের ৪৪ হাজার ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারসহ ৫ কোটি কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই এ সিন্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার আহ্বান জানানো হয় কর্মসূচী থেকে।

পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি সচিব বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন ব্যবসায়ীরা।

ঝিনাইদহে সড়কে ঝরলো আম বিক্রেতার প্রাণ

ঝিনাইদহ শহরে আম বিক্রি করতে যাওয়ার পথে সড়ক দূর্ঘটনায় লিটন মন্ডল (৪৫) নামে এক আম ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (১৭ মে) ভোর ৫টার দিকে ঝিনাইদহ সদরের ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কের ধানহাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে ইজিবাইকে করে আম নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের ফলের আড়তে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী লিটন মন্ডল এসময় ধানহাড়িয়া নিকটে পৌছালে বিপরিত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে ইজিবাইকটির। এতে লিটন মন্ডল পড়ে গিয়ে চাপা পড়েন আম বহনকারী ইজিবাইকের নিচে।

পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠালে সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত ডাক্তার শাহ আলম জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই লিটন মন্ডল নামের ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত লিটন মন্ডল মাগুরা সদর উপজেলার বাসতালি গ্রামের শফি মন্ডলের ছেলে। তিনি মৌসমি ফলের ব্যবসা করতেন।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, ভোর ৫টার দিকে মাগুরার বাসতৈল এলাকা থেকে ইজিবাইকে আম নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের আড়তে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন লিটন মন্ডল। পথে ধানহাড়িয়ায় পৌঁছালে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা সামনে থেকে ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকের নিচে চাপা পড়েন তিনি। এসময় স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনায় ঘাতক সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি এখনো আটক করা যায়নি। মরদেহটি পোষ্টমর্টেমের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বালাই নাশক

বিক্রেতাদের সাথে সীড কেয়ারের মতবিনিময়

দামুড়হুদায় বালাই নাশক ও খুচরা বীজ বিক্রেতাদের সাথে সীড কেয়ারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে উপজেলা ব্র্যাক অফিসের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি মিনহাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন, উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথী ছিলেন, উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসার জালাল উদ্দীন,সীড কেয়ারের পরিচালক মোহাম্মদ জুয়েল,জেনারেল ম্যানেজার রেজাউল ইসলাম ও ডিভিশনাল ম্যানেজার শাকিল আহাম্মেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি আব্দুর রব।সভায় বক্তারা টারজার-৫৫ জাতের ভুট্টার ফলন ও চাষ সর্ম্পকে ব্যাপক আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলার শতাধিক বালাই নাশক ও বীজ বিক্রেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সাধারন সম্পাদক আজিজুর রহমান।